আলমডাঙ্গায় মাস্কবিহীন ২৮ জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় মাস্কবিহীন ২৮ জনকে জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল শনিবার পৌর শহরের লালব্রীজ মোড়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, মার্চ মাস থেকে শুরু হওয়া করোনা মহামারি ৪ মাস অতিবাহিত হলেও এখনও আক্রান্তের হার উর্দ্ধমুখি রয়েছে। প্রতিদিনই প্রাণ হারাচ্ছেন অসংখ্য মানুষ। তবুও মানুষের মাঝে এখনও সেভাবে সচেতনতা গড়ে ওঠেনি। অনেকেই মাস্কবিহীন বাড়ি থেকে বের হয়ে যত্রতত্র ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

মানুষের মাঝে সচেতনতা তৈরী করতে শনিবারে এরকম ২৮ জনকে জরিমানা করা হয়েছে। এ সময় আদালতে নিরাপত্তার দায়িত্বে ছিলেন থানার এএসআই কামরুল ইসলাম।

একই সময়ে উপজেলা নির্বাহী অফিসার লিটন আলী পৌর শহরে দরিদ্র পথচারীদের মাঝে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করেন।

তিনি শহরের মোড়ে মোড়ে দাড়িয়ে মাস্ক ও সাবান বিতরণ করেন।

কুষ্টিয়ায় পিসিআর ল্যাবে ২৯ জনের করোনা শনাক্ত

কুষ্টিয়ায় পিসিআর ল্যাবে ২৯ জনের শরীরে কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে।

গতকাল শনিবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে মোট ১১৬ টি স্যাম্পল পরীক্ষা করা হয়। এতে ২৯ জনের শরীরে কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে।

কুষ্টিয়ার সিভিল সার্জন ডা. এ এইচ এম আনোয়ারুল ইসলাম এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

তিনি জানান, গতকাল শনিবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাবে মোট ১১৬ টি স্যাম্পল পরীক্ষা করা হয়।
এর মধ্যে কুষ্টিয়া ১০, চুয়াডাঙ্গা ১০, ঝিনাইদহ ৯, মেহেরপুর ২৭, নড়াইল ৬০ জন।

এরমধ্যে চুয়াডাঙ্গা জেলায় ৫ জন, ঝিনাইদহ জেলায় ৫ জন, নড়াইল জেলার ১৫ জন ও মেহেরপুর জেলায় ৪ জন করে মোট ২৯ জনের শরীরে কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাস পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে।

সিভিল সার্জন আরও জানান, গতকাল কুষ্টিয়ায় ১০ জনের পরীক্ষা করা হয়েছে এতে করে ১০ জনই নেগেটিভ। তাই নতুন করে কুষ্টিয়া জেলায় কোন পজিটিভ শনাক্ত হয়নি।

এদিকে কুষ্টিয়ায় এখন পর্যন্ত ১১৪২ জন কোভিড রোগী সনাক্ত হয়েছে। এরমধ্যে পুরুষ রোগী ৮৩৪ জন, নারী ৩০৮ জন। সুস্থ হয়েছেন মোট ৬৩৯ জন। এবং বর্তমানে হোম আইসোলেশনে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৪৪০ জন। এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছে ৪১ জন।
এ পর্যন্ত ২৩ জন কোভিড-১৯ করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে।

মেহেরপুরে ফেন্সিডিলসহ মাদক ব্যবসায়ী আটক, দুটি মোটরসাইকেল জব্দ

মেহেরপুরে ৬ বোতল ফেন্সিডিলসহ মহিরুল ইসলাম(২৩) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করেছে ডিবি পুলিশ। সেই দুটি মোটরসাইকেল জব্দ করেছে গোয়েন্দা পুলিশ।

শনিবার রাতে এসআই তরিকুল ইসলাম এর নেতৃত্বে অভিযান চালিয়ে সদর উপজেলার দক্ষিণ শাকিলা গ্রাম থেকে তাকে আটক করা হয়।

আটক মহিরুল ইসলাম সদর উপজেলার হরিরামপুর গ্রামের আকবর আলীর ছেলে।

জেলা গোয়েন্দা পুলিশের ওসি জুলফিকার আলী বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, সদর উপজেলার দক্ষিণ শাকিলা গ্রাম থেকে ৬ বোতল ফেন্সিডিল সহ মহিরুল ইসলাম নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে আটক করা হয়েছে। সেই সাথে দুটি মোটরসাইকেল জব্দ করে ডিবি হেফাজতে রাখা হয়েছে। আসামীর বিরুদ্ধে মেহেরপুর সদর থানায় একটি নিয়মিত মামলা রুজু করা হয়েছে। মেপ্র/এমএফআর

লে আপনার পায়ের নিচে মাথা নত করে থাকব না: হিরো আলম

মিউজিক ভিডিওয়ের মডেল ও অভিনেতা হিরো আলমের ওপর বেশ চটেছেন ঢাকাই ছবির জনপ্রিয় প্রযোজক-অভিনেতা অনন্ত জলিল।

নতুন সিনেমা থেকে হিরো আলমকে বাদ দেয়ার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি। এমনকি সিনেমার জন্য হিরো আলমকে দেয়া সাইনিং মানি ৫০ হাজার টাকাও ফেরত নেবেন না বলে জানিয়েছেন অনন্ত।

বৃহস্পতিবার দুপুরে আলোচিত হিরো আলমকে নিজের সিনেমা থেকে সরিয়ে দেয়ার ঘোষণা দিয়ে ফেসবুকে স্ট্যাটাসও দেন চিত্রনায়ক অনন্ত জলিল।

হিরো আলম অশ্লীল গানে অভিনয় করেছেন, তিনি বিতর্কিত বলে মন্তব্য করেছেন। তা ছাড়া সম্প্রতি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী সমিতির সাধারণ সম্পাদক জায়েদ খানের সঙ্গে বিবাদ মিটিয়ে দেয়ার পরও বিষয়টি নিয়ে হিরো আলম জলঘোলা করেছেন বলে অভিযোগ এনেছেন অনন্ত।

তার (অনন্ত) মর্যাদা হিরো আলম বোঝেনি মন্তব্য করে সিনেমা থেকে বাদ দেয়া হয়েছে বলে জানান অনন্ত।

এবার এ বিষয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিতর্কিত মডেল হিরো আলম। তিনি ‘ষড়যন্ত্রের শিকার’ বলে বিষয়টি উল্লেখ করেছেন হিরো আলম।

পাশাপাশি জানিয়েছেন, ৫০ হাজার টাকা ফিরিয়ে দেবেন তিনি। কারও সহযোগিতায় এতদূর আসেননি।

তাকে নিয়ে সিনেমা করার ঘোষণা দিয়ে আবার বাদ দেয়ার কথা জানান প্রযোজক ও অভিনেতা অনন্ত জলিল। এর পরেই নিজের বাদ পড়া নিয়ে ফেসবুকে হিরো আলম বিষয়টিকে ‘ষড়যন্ত্রের শিকার’ বলে উল্লেখ করেন।

হিরো আলম ফেসুবক লাইভে এসে বলেন, ‘আপনারা সবাই শুনেছেন অনন্ত জলিলের সিনেমা থেকে আমাকে বাদ দেয়া হয়েছে। বাদ দেয়া নিয়ে অনন্ত জলিল ভাই ফেসবুকে একটি স্ট্যাটাস দিয়েছেন। আমার কিছু স্ক্যান্ডাল ভিডিও ও জায়েদ খানের বিরুদ্ধে কথা বলায় তিনি আমাকে তার সিনেমা থেকে বাদ দিয়েছেন। দুপুরে অনন্ত জলিল ভাই আমাকে ফোন করে বলেন, তোমাকে আমি অনেক বড় মুখ করে জায়েদ খানের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছি। তুমি আমার বড় মুখ ছোট করে দিলে। তুমি আমার সম্মান রাখনি, তাই আমিও তোমাকে আমার ছবি থেকে বাদ করে দিলাম।’

এর পর হিরো আলম বলেন, দুঃখ নাই। হিরো আলম কারও সহযোগিতায় হিরো আলম হয়নি। আমি কখনও অনন্ত জলিল ভাইকে ফোন দিয়ে আমাকে নিয়ে সিনেমা বানানোর কথা বলিনি।

এর পর অনন্ত জলিলের উদ্দেশ্যে হিরো আলম বলেন, ভাই আপনি এটা মনে করেন না যে, অনন্ত জলিল বলে আপনার পায়ের নিচে মাথা নত করে থাকব। সিনেমা থেকে বাদ দিয়েছেন, কোনো দুঃখ নাই। তবে আপনাকে একটা কথা বলতে চাই যে, হিরো আলমকে সবাই ব্যবহার করে, আমার মনে হয় আপনিও (অনন্ত জলিল) আমাকে ব্যবহার করেছেন।

সাইনিং মানি ৫০ হাজার টাকা নিয়ে হিরো আলম বলেন, আরে ভাই আপনি সবাইকে দান করতে পারেন। আপনি কি করে ভাবলেন হিরো আলম আপনার দান নেবে। আপনার ৫০ হাজার টাকা আপনাকে দিয়ে দিব। আপনার হাতে গিয়ে টাকা দিয়ে আসব। যাই হোক ভাই, আপনার টাকা আছে বলে টাকার অহঙ্কারে সবাইকে কিনতে চাইবেন না।

করোনা টেস্ট করাতে গিয়ে ৪ বছর আগে চুরি যাওয়া ছেলেকে খুঁজে পেল মা!

করোনাভাইরাস টেস্ট করাতে গিয়ে চার বছর আগে হারিয়ে যাওয়া ছেলেকে খুঁজে পেল মা। ঘটনাটি ঘটেছে ভারতের অন্ধ্রপ্রদেশে। পথ শিশু ও অনাথ বাচ্চাদের করোনা টেস্ট করা হচ্ছিল ‘মুসকান কভিড ১৯’ প্রজেক্টের মাধ্যমে। তখনই এই হারিয়ে যাওয়া শিশুর খোঁজ পাওয়া যায়।

২০১৬ সালে পশ্চিম গোদাবরী ড্রিস্টিক্ট থাকেন বব্বা শ্রী ললিতা। স্বামী মারা যাওয়ার পর দুই ছেলেকে নিয়ে ক্ষেতে কাজ করে সংসার চালাতেন। এছাড়াও পেট চালাতে অন্য কাজও করতেন তিনি। কিন্তু ২০১৬ সালে তার বছর সাত বয়সের বড় ছেলেটি হারিয়ে যায়। বিজয়েন্দ্র রেলওয়ে স্টেশনে এই শিশুটিকে ২০১৬ সালে খুঁজে পায় পুলিশ। তখন সে তার বাড়ির ঠিকানা বলতে পারে না। পরে তাকে একটি অনাথ আশ্রমে রাখা হয়েছিল।

জানা গেছে বাচ্চাটিকে কিডন্যাপ করে বিহারে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সেখানে জোর করে তাকে দিয়ে শ্রমিকের কাজ করানো হচ্ছিল। পরে সেখান থেকেই পালিয়ে ট্রেনে উঠে পড়ে সে। এবং বিজয়েন্দ্র স্টেশনে তাকে খুঁজে পায় পুলিশ। চার বছর পরিবার ছাড়া ছিল সে।

কভিড ১৯ টেস্ট করাতে গেলে বাচ্চাটি বলে সে পালাকল্লু গ্রামের কাছে থাকতো। এই খবর জানার পর তারা বাচ্চাটিকে নিয়ে যায় সেই গ্রামে। সেখানেই নিজের সন্তানকে দেখে চিনতে পারেন মা। অবশেষে করোনা মিলিয়ে দিল মা-ছেলেকে।

পুলিশ জানিয়েছে তারা সেই সময় এরকম ১০টা বাচ্চাকে উদ্ধার করে। যাদের জোর করে কাজে লাগানো হচ্ছিল বিহারে। তবে এই বাচ্চাটি তার মাকে ফিরে পাওয়ায় খুশি সবাই। ‘মুসকান কভিড ১৯’ প্রজেক্টের সফলতাও বেশ। ৭২ ঘণ্টার মধ্যে তারা ২,৭৩৯টি বাচ্চার টেস্ট করাতে পেরেছে।

সূত্র : নিউজ ১৮।

২৩ জুলাই থেকে বিদেশে যেতে করোনা পরীক্ষা সনদ বাধ্যতামূলক

সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী আগামী ২৩ জুলাই থেকে আকাশপথে বিদেশ গমনকারীদের জন্য করোনাভাইরাস (কোভিড-১৯) পরীক্ষার সনদ বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

সেই মোতাবেক বিদেশগামী বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সের যাত্রীদের সরকার ঘোষিত কোভিড-১৯ পরীক্ষা সংক্রান্ত কয়েকটি নির্দেশনাবলী দেয়া হয়েছে।

শনিবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়। বিমানের নির্দেশায় বলা হয়েছে- যাত্রার ৭২ ঘণ্টার পূর্বে কোনো নমুনা সংগ্রহ করা হবে না এবং যাত্রার ২৪ ঘণ্টা পূর্বে রিপোর্ট ডেলিভারি গ্রহণের ব্যবস্থা করতে হবে। নমুনা প্রদানের সময় পাসপোর্টসহ যাত্রীদের বিমান টিকেট ও পাসপোর্ট উপস্থাপন এবং নির্ধারিত ফি পরিশোধ করতে হবে। কোভিড-১৯ পরীক্ষার নিমিত্তে নির্দিষ্ট করা পরীক্ষাগার যে জেলায় অবস্থিত সে জেলার সিভিল সার্জন অফিসে স্থাপিত পৃথক বুথে তাদের নমুনা প্রদান করবেন। নমুনা প্রদানের পর থেকে যাত্রার সময় পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আবশ্যিকভাবে আইসোলেশনে থাকবেন। বিদেশ যাত্রীদের কোভিড-১৯ পরীক্ষা সনদ প্রাপ্তির জন্য ল্যাবে গিয়ে নমুনা প্রদানের ক্ষেত্রে ৩৫০০ টাকা এবং বাড়ি থেকে নমুনা সংগ্রহে ৪৫০০ টাকা ফি প্রদান করতে হবে।

১৬টি সরকারি হাসপাতাল/প্রতিষ্ঠানে কোভিড টেস্ট করাতে পরামর্শও দিয়েছে বিমান। সিলেট এমএজি ওসমানী মেডিকেল কলেজ, বরিশালের শেরেবাংলা মেডিকেল কলেজ, চট্টগ্রামের বাংলাদেশ ইন্সটিটিউট অব ট্রপিকেল অ্যান্ড ইনফেক্টিয়াস ডায়াসিস, কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ, কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ, ঢাকার ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব ল্যাবরেটরি মেডিসিন অ্যান্ড রেফারেল সেন্টার, ইন্সটিটিউট অব পাবলিক হেলথ

ঢাকা, ন্যাশনাল ইন্সটিটিউট অব প্রিভেনটিভ অ্যান্ড স্যোশাল মেডিসিন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ৩০০ শয্যা হাসপাতাল, খুলনা মেডিকেল কলেজ, কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ, বগুড়া শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ, রাজশাহী মেডিকেল কলেজ, এম আবদুর রহিম মেডিকেল কলেজ দিনাজপুর ও রংপুর মেডিকেল কলেজের পিসিআর ল্যাব থেকে করোনা পরীক্ষা করাতে হবে।

যুগান্তর রিপোর্ট

মেহেরপুরে ডা. রুমির স্মরণসভা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুর ডাক্তার রমেশ ক্লিনিক ও তার পরিবারের উদ্যোগে ডাক্তার এস এম নুর উদ্দিন আবু আল বাকি রুমির স্মরণে স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার বিকালে ডাক্তার রমেশ চন্দ্র নাথের সভাপতিতে রমেশ ক্লিনিক প্রাঙ্গণে এ শোক সভার আয়োজন করা হয়।

এই স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন মেহেরপুর জেলা বিএমএর সাধারণ সম্পাদক ডা. আবু তাহের সিদ্দিকী, ডা. মিজানুর রহমান, ডা.আব্দুস সালাম, ডা. মাহফুজ জামান রতন, রমেশ ক্লিনিকের ব্যবস্থাপক শহিদুল ইসলাম প্রমুখ।

বিদেশগামীদের করোনার সনদ

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ, বগুড়ার শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিক্যাল কলেজ, রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ, দিনাজপুরের এম আবদুর রহিম মেডিক্যাল কলেজ, রংপুর মেডিক্যাল কলেজ এবং সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ।

বিমানবন্দর সূত্র জানায়, ইতোমধ্যে মন্ত্রণালয় থেকে এ সংক্রান্ত নির্দেশনা দেশের তিন আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর (ঢাকা, সিলেট, চট্টগ্রাম) এবং দেশি-বিদেশি এয়ারলাইন্সগুলোতে পাঠানো হয়েছে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

নিজের করোনা আক্রান্ত হওয়া নিয়েও যেভাবে নাটক সাজিয়েছেন সাহেদ

রিজেন্ট হাসপাতালের স্বত্বাধিকারী ও রিজেন্ট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ সাহেদ আক্রান্ত রোগীর নমুনা সংগ্রহ করে তা দিয়ে নিজের নামে করোনা পজিটিভ সনদ তৈরি করেছিলেন। এ কাজে তাকে তার এক সহকারী সহযোগিতা করেন।

সাহেদ নিজেই ওই সহকারীকে এভাবে তার নামে করোনা সনদ তৈরির নির্দেশ দেন। শুক্রবার ডিবি কর্মকর্তাদের জিজ্ঞাসাবাদে তিনি এসব স্বীকার করেন বলে জানা গেছে। শুক্রবার ছিল তার ১০ দিনের রিমান্ডের প্রথম দিন। এর আগে বৃহস্পতিবার রিমান্ড শুনানির সময় সাহেদ নিজেকে করোনা রোগী বলে দাবি করেন।

ডিবি কর্মকর্তারা জানান, অসুস্থতার ভান করে আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর সঙ্গেও প্রতারণা শুরু করেছেন। তদন্ত কর্মকর্তাদের দূরে রাখতেই তিনি করোনায় আক্রান্ত হওয়ার কথা বলছেন। এমনকি নাকের ভেতর টিস্যু পেপার ঢুকিয়ে বারবার হাঁচি দেওয়ার চেষ্টা চালিয়েছেন।

ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) যুগ্ম কমিশনার আবদুল বাতেন গণমাধ্যমকে বলেন, সাহেদ খুব চালাক প্রকৃতির লোক। সে

অসুস্থতার ভান করছে বলে আমাদের কাছে মনে হচ্ছে। তারপরও তার ব্যাপারে আমরা সতর্ক আছি। তাকেসহ অন্যদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। সে কৌশলে প্রশ্নের উত্তর দিচ্ছে। তবে সে বেশিরভাগ প্রতারণার কথা স্বীকার করেছে।

সূত্র- বিডি-প্রতিদিন

মেহেরপুরে নতুন করে ৪ জন করোনায় আক্রান্ত

মেহেরপুরে নতুন করে আরো ৪ জন করোনা আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্ত সকলেই গাংনী উপজেলার।

আক্রান্তরা হলেন, গাংনী উপজেলা কোয়াটারের রওশন আরা (৪৫), বাকি তিন জন হলেন, গাংনী উপজেলা বিআরডিবি কর্মকর্তা মতিন (৫১), আরিফুর রহমান (৩৩) ও আদম আলী (৫০)।

এ নিয়ে জেলায় ১২৯ (সদর- ৬৯, গাংনী -৪৭, মুজিবনগর -১৩) জন করোনায় আক্রান্ত হলেন। এর মধ্যে ৭৬ জন সুস্থ হয়েছেন, ৬ জন মারা গেছেন। ১০ জনকে রেফার্ড করা হয়েছে।

বর্তমানে পজেটিভ সংখ্যা ৩৭ জন এর মধ্যে মেহেরপুর সদরে ১৮ জন, গাংনী ১৩ জন, মুজিবনগরে ৬ জন। সকলেই চিকিৎসাধীন রয়েছে।

মেহেরপুরের সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, আজ শনিবার কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ থেকে ২৭ টি রিপোর্ট এসেছে। এর মধ্যে ৪টি পজিটিভ।

তিনি জানান, এ পর্যন্ত মোট প্রাপ্ত রিপোর্টের সংখ্যা ২১৯৮টি।